الْجَمَاعَة আল-জামাআ'ততথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত) দল ত্যাগকারীর করুন ও অশুভ পরিণতি এবং অবস্থাঃ

সূচনাঃ الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির উপর আল্লাহর রহমত আছে, الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি স্বয়ং নিজেই হচ্ছে রহমত এবং الْجَمَاعَةُ(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) দলটি থেকে الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াই হচ্ছে " ضَلاَلَة তথা (পথ)ভ্রষ্টতা ও আযাব । তাই الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি থেকে الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন মুসলিমটি " ضَالٌّ " তথা পথভ্রষ্ট । আর " ضَالٌّ" তথা পথভ্রষ্ট মুসলিম ব্যাক্তিটি দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে মর্মে সূচনাতে বর্ণিত যাবতীয় বিষয়ের স্বপক্ষে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অনেক হাদিস শরীফ আছে ।নিম্নে কতিপয় হাদিস শরীফ উল্লেখ করা হল ।

প্রথম হাদিস শরীফ খানা এই----------
عَنْ النُّعْمَانِ بِنْ بَشِيْرٍ قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم :

مَنْ لَمْ يَشْكُر الْقَلِيْلِ لَمْ يَشْكُرِ الْكَثِيْرَ ، وَ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِالله عَزَ وَ جَلَّ ،و التَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللهِ شُكْرٌ ، وَتَرْكُهَا كُفْرٌ ، وَ الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ ، و الْفُرْقَةُ عَذَابٌ ، (18740+19659) في مُسْنَدِ أَحْمَدَ - (অর্থঃ-হযরত নু'মান বিন বাশির (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: " যে কম কিছুর শুকরিয়া করে না সে বেশী কিছুরও শুকরিয়া করবে না, যে মানুষের শুকরিয়া করে না সে আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লারও শকরিয়া করে না, আল্লাহর নিআ'মত সম্পর্কে আলোচনা করাই হচ্ছে শুকরিয়া, الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল হচ্ছে রহমত আর الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা (দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে) বিচ্ছিন্নতা হচ্ছে আযাব বা শাস্তি"। আহমাদ, হাদিস শরীফ নং- ১৮৭৪০, ১৯৬৫৯।
উপরোক্ত প্রথম হাদিস শরীফ الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটিকে " রহমত " الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি থেকে الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা (দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে) বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াকে " আযাব বা শাস্তি " হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফ খানা এই ----------
عَنْ اِبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَال : إِنَّ اللَّهَ لاَ يَجْمَعُ أُمَّتِى عَلَى ضَلاَلَةٍ وَ يَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةُ وَ مَنْ شَذَّ شُذَّ فِى النَّارِ" سنن الترمذي()
(অর্থঃ- (হযরত ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,নিশ্চয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: " নিশ্চয়ই আল্লাহ (তাআ'লা) আমার উম্মতকে (ضَلاَلَةٍ) তথা পথ ভ্রষ্টতার

উপর একত্রিত করবেন না এবং আল্লাহর হাত (দয়া-করুণা) الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির সাথে আছে আর যে কেউ الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে الْفُرْقَةَ (ফুরকাত) তথা [1] বিচ্ছিন্ন হয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে যাবে সেই বা সেই দলই দোযখে নিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে", সুনানে তিরমিজি শরীফ ।

উপরোক্ত দ্বিতীয় হাদিস শরীফ খানা থেকে এ কথা বুঝা গেল যেالْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) দলটির সাথে মহান আল্লাহ তাআ'লার দয়া-করুণা রয়েছে, আর দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে কেউ الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া হচ্ছে ضَلاَلَة পথভ্রষ্টতা । ضَلاَلَة তথা ভ্রষ্টতার কারণে একজন লোক " ضَالٌّ " তথা পথভ্রষ্ট হয়ে দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে এবং দলে-উপদলে বিভক্ত দলগুলোর উপর মহান আল্লাহ তাআ'লার দয়া-করুণা নাই।

উপরোক্ত দ্বিতীয় হাদিস শরীফ খানার ভাষ্য থেকে আরো বুঝা যাচ্ছে যে, ضَلاَلَة তথা ভ্রষ্টতার অর্থ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে الْفُرْقَةَ (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্নতা। " ضَلاَلَة তথা (পথ) ভ্রষ্টতার অর্থ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে যে الْفُرْقَةَ (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্নতা " এ বিষয়টি অত্র অধ্যায়ে বর্ণিত আসন্ন অষ্টম হাদিস শরীফে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে । তবে অধিক বোধগম্যের জন্য অষ্টম হাদিস শরীফ খানা পুন:রুক্তি হিসেবে এখানে উল্লেখ করা হল ।

হাদিস শরীফ খানা এই --

عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ و الْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكَ وَالْفُرْقَةَ فإِنَّ هِيَ الضَلاَلٌ وَ إِنَّ اللهَ عَزَّ و جَلَّ لَمْ يَكُنْ لِيَجْمَعَ أُمَّةَ مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى ضَلاَلَةٍ" " (14090) في المعجم الكبير للطبراني .

অর্থঃ-তোমাকে আল্লাহভীতি ও الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে এবং الْفُرْقَةَ (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা থেকে বিরত থাকতে হবে, কেননা এটা হচ্ছে "ضَلاَلٌ তথা (পথ) ভ্রষ্টতা । আর নিশ্চয়ই আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতকে "ضَلاَلَةٍ তথা (পথ) ভ্রষ্টতার উপর একত্রিত করবেন না । আল-মু'জামুল কাবির,তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪০৯০ ।

" ضَالٌّ " তথা (পথ) ভ্রষ্ট হওয়ার কর্ম পদ্ধতিঃ

একজন মুসলিম মানুষ কিভাবে" ضَالٌّ "তথা পথ ভ্রষ্ট হয় তার নিয়ম বা পদ্ধতি নিম্নে বর্ণনা করা হল ।

উপরোক্ত হাদিস শরীফগুলো থেকে এ কথাই বুঝা গেল যে, الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে الْفُرْقَةَ (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকাই হচ্ছে " ضَلاَلَة বা "ضَالٌّ তথা (পথ)

[1] >> **ইসলামের নামে বা ইসলাম ধর্মের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে (মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমনকি উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান দল-উপদলগুলোর মত যে কোন নামে))<<**

ভ্রষ্টতা ।

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, যখনই একজন মুসলিম মানুষ নিম্নে বর্ণিত দুটি (০২টি) বিষয়ের মধ্যে যে কোন একটি বিষয়ে জড়িত হয়ে পড়বে, সম্পাদন বা কাযর্কর করে ফেলবে তখনই সে " ضَالٌّ " তথা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে ।

(১নং বিষয়) أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে যাওযাই হচ্ছে " ضَلاَلَة তথা (পথ) ভ্রষ্টতা ।" ضَلاَلَة তথা (পথ) ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ব্যাক্তি হচ্ছে " ضَالٌّ " তথা (পথ) ভ্রষ্ট ।" ضَالٌّ " তথা (পথ) ভ্রষ্ট ব্যাক্তি হচ্ছে দোযখী ।

এখন প্রশ্ন হল, একজন মুসলিম মানুষ কিভাবে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হবে ?

এর উত্তর এ যে, একজন মুসলিম মানুষ নিজ কর্তৃক গঠিত দলের নাম বা অন্য একজন মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত দলের নাম الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে নাম করণ না করে ইসলামের নামে বা ইসলাম ধর্মের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে ((মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমনকি যেমন অনুধাবন করুন উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান দল-উপদলগুলোর মত যে কোন নামে)) নাম করণ করলেই সেই মুসলিম মানুষটি الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে ।

الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্নতাই যে " ضَلاَلَة তথা (পথ) ভ্রষ্টতা তা নিম্নে বর্ণিত আসন্ন অষ্টম হাদিস শরীফই এর প্রমাণ ও স্বাক্ষী । আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার আরো অনেক হাদিস শরীফে এ বিষয়টির উল্লেখ আছে । এমনিভাবে পূর্ববর্তী ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেক الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা ইসলামের নামে বা ইসলাম ধর্মের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে ((মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমনকি উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান দল-উপদলগুলোর মত যে কোন নামে)) বিচ্ছিন্ন হয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া বিভক্ত দলগুলোকে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা নিম্নে বর্ণিত তৃতীয় হাদিস শরীফে " ضَالٌّ (পথ) ভ্রষ্ট " শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করেছেন ।

তৃতীয় হাদিস শরীফ খানা এই-

"إلا أن بني إسرائل افترقت على موسى سبعين فرقة كلها ضالة إلا فرقة واحدة الإسلام وجماعتهم ،ثم إنها افترقت على عيسى ابن مريم على إحدى و سبعين فرقة كلها ضالة إلا فرقة واحدة الإسلام وجماعتهم ثم إنكم تكونون على اثنتين و سبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة الإسلام وجماعتهم "(13481) في المعجم الكبير للطبراني.

অর্থঃ- কিন্তু

বনী ঈসরাইলরা মুসার উপর ৭০টি ফিরকা -দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, একটি ফিরকা -দল ব্যতীত প্রত্যেকটি ফিরকা -দলই (ضالة) ভ্রষ্ট, তা হচ্ছে (মুক্তিপ্রাপ্ত একটি দল হচ্ছে) الإسلام وجماعتهم (ইসলাম ও তাদের أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দল, আর তারা ঈসা ইবনে মরিয়মের উপর ৭০টি ফিরকা -দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, একটি ফিরকা -দল ব্যতীত প্রত্যেকটি ফিরকা বা দলই (ضالة) পথ ভ্রষ্ট ,আর তা হচ্ছে (মুক্তিপ্রাপ্ত একটি দল হচ্ছে) الإسلام وجماعتهم (ইসলাম ও তাদের أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল, আর নিশ্চয়ই তোমরাও ৭২টি ফিরকা -দলে বিভক্ত হয়ে যাবে, একটি ফিরকা -দল ব্যতীত প্রত্যেকটি ফিরকা -দলই দোযখে প্রবেশ করবে, আর তা হচ্ছে (মুক্তিপ্রাপ্ত একটি দল হচ্ছে) الإسلام وجماعتهم (ইসলাম ও তাদের أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল। আল-মু'জামুল কাবির,তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৩৪৮১। উপরোক্ত হাদিস শরীফখানা থেকে এই কথা বুঝা গেল যে, الإسلام (ইসলাম) এবং أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দল পরস্পর (একে অপরের সাথে) উৎপ্রোতভাবে জড়িত । যেখানে أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নেই সেখানে الإسلام (ইসলাম)ও নেই । যেখনে الإسلام (ইসলাম) নেই সেখানে মুসলিমও নেই । অতএব, যে ব্যাক্তি উপরোক্ত হাদিস শরীফের ভাষ্য অনূযায়ী নিজ দলের নাম أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে নাম রাখেনা, নিজেকে প্রকাশ্যে أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটির অনূসারী হিসেবে ঘোষণা দেয় না সে মুসলিম নহে। সে হচ্ছে (ضالٌّ) ভ্রষ্ট ও অমুসলিম ।

উপরোক্ত হাদিস শরীফে ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি থেক الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া দলগুলোকে " ضَالَّةٌ " (পথ) ভ্রষ্ট শব্দ দিয়েই ব্যক্ত করা হয়েছে । যেহেতু الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি থেকে الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া হচ্ছে ضَلَالَةِ তথা পথ ভ্রষ্টতা সেহেতু সকল মুসলিম মানুষকে মহান আল্লাহ তাআ'লা الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি থেকে الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা ইসলামের নামে বা ইসলাম ধর্মের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে ((মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমনকি উদাহরণস্বরুপ বাংলাদেশে বিদ্যমান দল-উপদলগুলোর মত যে কোন নামে)) দলে-উপদলে বিভক্ত করে বিচ্ছিন্ন করে রাখবেন না। বরং মহান আল্লাহ তাআ'লা দয়া বা করুণাবশত: মুসলিম মানুষের একটি অংশকে অবশ্যই সর্বদা "الْجَمَاعَةُ" (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটির উপর পূর্ণ বহাল তবিয়তে রাখবেন । এ দলটি সম্পর্কে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ

" لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ(مَنْ يَخْذُلُهُمْ، التِّرْمِذِى) حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللهِ "

(অর্থঃ "আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই সত্যের উপর প্রবর্তিত থাকবে ,আল্লাহর আদেশ আসা পর্যন্ত এদেরকে তাদের বিরোধীরা,(অপমানকারীরা, তিরমিজি) কোন ক্ষতি করতে পারবে না" আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪২৫২, সামান্য শব্দের পার্থক্য সহ আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত مَنْ

خَالَفَهُمْ পরিবর্তে مَنْ يَخْذُلُهُمْ তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২২২৯।
কিন্তু "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর) " অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ বা মুসলিম উলামাকেরামগণনের মন-মস্তিস্কে ও মগজে এ কথাটি বুঝে আসছেনা বা বোধগম্য হচ্ছেনা যে, الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে الْفُرْقَةَ (ফুরকাত) তথা ইসলামের নামে বা ইসলাম ধর্মের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে ((মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমনকি উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান দল-উপদলগুলোর মত যে কোন নামে)) দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া হচ্ছে ضَلَالَةِ তথা পথ ভ্রষ্টতা এবং পথ ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ব্যাক্তি " ضَالٌّ " তথা (পথ) ভ্রষ্ট । এটা "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)" অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ বা মুসলিম উলামাকেরামগণনের জন্য মহা দূর্ভাগ্যজনক অবস্থা ও শেষ পরিণতি অশুভ । মহান আল্লাহ তাআ'লা এহেন দূর্ভাগ্যজনক অবস্থা ও অশুভ পরিণতি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন ।আমীন! (২ নং বিষয়) শরীয়ত সমর্থিত [2] আইন বহির্ভূত, মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত, "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়ের" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا لِلّٰهِ) অন্তর্ভূক্ত বর্তমানে প্রকাশিত এবং ভবিষ্যতে প্রকাশিতব্য মানব কল্যাণকর মুসলিম সমাজে সৃষ্ট ও প্রচলিত যে কোন নতুন নতুন ঐচ্ছিক বিষয় সম্পর্কে ফরজ-হারাম ও পরিহার্য ও বর্জনীয় বিদআ'ত বলাই হচ্ছে " ضَلَالَة তথা (পথ) ভ্রষ্টতা । কারণ, উপরোক্ত মন্তব্যের দ্বারা "ইসলামে নতুন আইন সংযোগ" হয় । আর " بِدْعَةٌ" শব্দের শরীয়তী তথা আইনগত অর্থ হচ্ছে " (ধর্মে) নতুন আইন সংযোগ " । এরূপ " بِدْعَةٌ" তথা "(ধর্মে) নতুন আইন সংযোগই " হচ্ছে " ضَلَالَة তথা পথ ভ্রষ্টতা ।
যে কোন মুসলিম মানুষই " بِدْعَةٌ" তথা " (ধর্মে) নতুন আইন সংযোগ" করবে সেই " ضَالٌّ " তথা (পথ) ভ্রষ্ট । (" بِدْعَةٌ" শব্দের শরীয়তী তথা আইনগত অর্থ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পৃষ্ঠা নং-৩২৪ দেখুন ।)
ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয় ৭১/৭২টি দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর উম্মত ৭৩টি দল-উপদলে বিভক্ত হবে মর্মে মুসলিম মানুষকে সাবধান ও সতর্ক করা সত্বেও "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (চতুর্থ শতাব্দী ও এর পরবর্তী কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত শতাব্দীসমূহের)" অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম মানুষ ও সর্বনিকৃষ্ট আলিম বা জ্ঞাণী মুসলিম মানুষেরা নিজেদের হঠকারিতা ও গোঁড়ামি বশত: ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের পদাঙ্ক ও দৃষ্টান্ত অনুসরনে উপরে উল্লেখিত ১ ও ২ নং বিষয়ে বর্ণিত দুটো নিকৃষ্ট ও নিষিদ্ধ কাজ করেই চলছে ।
ফলে, "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (চতুর্থ শতাব্দী ও এর পরবর্তী কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত শতাব্দীসমূহের)" অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম মানুষ

[2] **যে সব বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে চুপ রয়ে গেছেন উহাকেই " শরীয়ত সমর্থিত বিষয় " বলে । অন্যদিকে এ সমস্ত বিষয়কে " আইন বহির্ভূত " বিষয়ও বলে ।**

ও সর্বনিকৃষ্ট আলিম বা জ্ঞাণী মুসলিম মানুষেরা নিম্ন বর্ণিত হাদিস শরীফের ভবিষ্যদ্বাণীর হুকুমের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ " لَتَتَّبِعُنَّ سنن مَنْ قَبْلَكُمْ باعاً بِبَاعٍ وَ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ و شبراً بِشبرٍ حتي لو دخلوا في حجر ضب لَدخلتم فيه مَعَهُمْ ، قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللهِ ، أَلْيَهُوْدُ و النَّصَارَي ؟ قَالَ : فَمِنْ إِذًا (9954) في مُسْنَدِ أَحْمَدَ অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়-মতামতরা ((রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে(ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়কে) এক হাত, এক বাহু, এক বিঘৎ হউক অনুসরন করবেই। এমন কি তারা গুসাপের গর্তে প্রবেশ করে থাকলে তোমরাও তাতে প্রবেশ করবেই । তারা বললেন, হে ! রাসুলুল্লাহি, ইয়াহুদি ও নাছারার(খ্রীষ্টানদের) মত ? তিনি বললেন : তবে আর কারা ।

অথচ পূর্ববর্তী ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয় উপরে উল্লেখিত ১ নং ও ২ নং বিষয়ে বর্ণিত দুটো নিকৃষ্ট ও নিষিদ্ধ কাজ করেই " ضَالُّوْنَ " তথা পথভ্রষ্ট হয়েছে । এ দিকে লক্ষ্য করেই পবিত্র কুরআনের প্রথম সুরা আল-ফাতিহাতে " ضَالِّيْنَ" তথা " পথভ্রষ্ট " বলে ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে তাদের পথ-মতে পরিচালিত হওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য মহান আল্লাহ তাআ'লা দুআ'-প্রার্থনা করতেও মুসলিম মানুষকে আদেশ করেছেন ।কারণ, তাদের পথ-মতে (দলে-উপদলে বিভক্ত হওয়ার পথে) পরিচালিত হওয়া হচ্ছে" ضَلَالَة তথা (পথ) ভ্রষ্টতা।

উপরে বর্ণিত আলোচনা থেকে দুটি প্রশ্নের উদ্রেক হল ।

(ক) মহান আল্লাহ তাআ'লা মুলিম মানুষকে " ضَلَالَة তথা (পথ) ভ্রষ্টতা থেকে বিরত থাকতে পৃথকভাবে আদেশ করলেন কেন ?

(খ) যে কোন পাপ বা গুনাহ থেকে বিরত থাকার আদেশটিই যথেষ্ট নয় কি?

এর উত্তর এই যে, কোন মুসলিম মানুষ মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত সমস্ত হারাম বা নিষিদ্ধ কাজগুলো করা সত্বেও সে " ضَالٌّ " তথা (পথ) ভ্রষ্ট হবে না । বরং সেই মুসলিম মানুষটি মহাপাপী হিসেবে গণ্য হবে । তার জন্য সর্বদা তওবার দ্বার খোলা আছে । ক্ষমা চাইলে মহান আল্লাহ তাআ'লা তাকে ক্ষমা করতে পারেন ।

কিন্তু উপরে উল্লেখিত ১ ও ২ নং বিষয়ে বর্ণিত নিকৃষ্ট ও নিষিদ্ধ দুটো কাজ করে ফেললে সে মহা পাপী হবে না বরং সে তখন পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে । মনে রাখতে হবে যে, ক্ষমা চাইলে মহান আল্লাহ তাআ'লা যে কোন মহাপাপীকে ক্ষমা করতে পারেন কিন্তু পথভ্রষ্টকে ক্ষমা করবেন না । কারণ পথভ্রষ্ট ব্যাক্তি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতের অন্তর্ভূক্ত নহে বরং সে উপরে উল্লেখিত ১ ও ২ নং বিষয়ে বর্ণিত নিকৃষ্ট ও নিষিদ্ধ দুটো কাজ করে ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের পদাঙ্ক ও দৃষ্টান্ত অনুসরন করেছে বিধায় সে মুসলিম নামের পদবী থেকে বহিস্কৃত ব্যাক্তি । এমতাবস্থায় মুসলিম নামের পদবী থেকে বহিস্কৃত পথভ্রষ্ট ব্যাক্তিটি তার কর্তৃক কৃত উপরে উল্লেখিত ১ ও ২ নং বিষয়ে বর্ণিত নিকৃষ্ট ও নিষিদ্ধ দুটো কাজ থেকে বিরত হয়ে তওবা না করা পর্যন্ত সে " ضَلَالَة তথা (পথ) ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত একজন" ضَالٌّ " তথা (পথ) ভ্রষ্ট দোযখী ব্যাক্তি । আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার শতাব্দী থেকে পরবর্তী তিন শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম মানুষ সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থায় থাকবেন বিষয়টি তিনি ওহী মারফত অবগত হয়ে ইসলামের মুসলিম মানুষের

প্রথম তিন শতাব্দীকে “সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দী” হিসেবে অভিহিত করেছেন । সকল মুসলিম আলিম মানুষ এ সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীকে “ خير القرون الثلاثة ” তথা “ উৎকৃষ্ট তিনশতাব্দী” হিসেবে চিনেন ও জানেন ।

এই “ خير القرون الثلاثة ” তথা “উৎকৃষ্ট তিন যুগের বা শতাব্দীর ” সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম) , তাবেঈ ও তাবে’-তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত , মতামত, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী এবং মহান আল্লাহ তাআ’লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ’ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত)নামে দলবদ্ধ সর্বোৎকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম ও সর্বোৎকৃষ্ট আলিম মুসলিম মানুষেরা কোন অবস্থাতেই উপরে উল্লেখিত ১ ও ২ নং বিষয়ে বর্ণিত নিকৃষ্ট ও নিষিদ্ধ দুটো কাজ কখনো করেন নি।

"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা “সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (চতুর্থ শতাব্দী ও এর পরবর্তী কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত শতাব্দীসমূহের)” অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম মানুষ ও সর্বনিকৃষ্ট আলিম বা জ্ঞাণী মুসলিম মানুষেরা যদি خير القرون الثلاثة ” তথা “উৎকৃষ্ট তিন যুগের বা শতাব্দীর ” সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম) , তাবেঈ ও তাবে’- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত , প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী এবং মহান আল্লাহ তাআ’লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ’ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত)নামে দলবদ্ধ সর্বোৎকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম ও সর্বোৎকৃষ্ট আলিম মুসলিম মানুষের পদাঙ্ক ও দৃষ্টান্ত পূর্ণ অনুসরনে উপরে উল্লেখিত ১ ও ২ নং বিষয়ে বর্ণিত নিকৃষ্ট ও নিষিদ্ধ দুটো কাজ থেকে পুরোপূরি বিরত থাকতে পারেন তবে তারাও “ خير القرون الثلاثة ” তথা “ উৎকৃষ্ট তিন যুগের বা শতাব্দীর ” অন্তর্ভূক্ত সর্বোৎকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম মানুষে ও সর্বোৎকৃষ্ট আলিম মুসলিম মানুষে পরিণত হবেন এবং জান্নাতী মুসলিম মানুষ হবেন ।

الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ’ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত)নামে দলটি ত্যাগ করে দলে-উপদলে ইসলামের নামে বা ইসলাম ধর্মের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে ((মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমনকি উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান দল-উপদলগুলোর মত যে কোন নামে)) বিভক্ত হয়ে গেলে সে মুসলিম মানুষটি আর মুসলিম থাকবে না (প্রত্যক্ষভাবে) , সে মুসলিম মানুষটি দোযখী হবে (পরোক্ষভাবে) এবং সে মুসলিম মানুষটির নামাজ-রোজা কবুল হবে না মর্মে অত্র অধ্যায়ে নিম্নে বর্ণিত আসন্ন হাদিস শরীফ তিনখানাতে (চতুর্থ ,পঞ্চম ও ছষ্ট হাদিস শরীফে) আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন-

চতুর্থ হাদিস শরীফ খানা এই -

عَنِ الحَارِثِ الْأَشْعِرِي حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَالَ : " وَ أَنَا أَمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِىْ بِهِنَّ السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ وَالْجِهَادُ والْهِجْرَةُ والْجَمَاعَةُ فَإِنَّهُ مِنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ وَمَنْ اِدَّعَى دَعْوَى اتلْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ - فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ ا للهِ وَإِنْ صَلَّى وصَامَ قَالَ " وَإِنْ صَلَّى وصَامَ فَادْعُوا بِدَعْوَى اللهِ الَّذِى سَمَّا كُمْ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عِبَا د اللهِ " سنن

2763) التِرْمِذِي-
(অর্থঃ- হারিছুল আশআ’রী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : এবং আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করছি, আল্লাহ [তাআ’লা] আমাকে ঐগুলোর আদেশ দিয়েছেন, ১. শুনা (শুনতে) ২.আনূগত্য করা (মানতে) ৩. জিহাদ করা (জিহাদ করতে) ৪. হিজরত করা (হিজরত করতে) ৫. اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ’ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত)নামে দলটির অন্তর্ভূক্ত হয়ে থাকতে) । অতএব, যে কেহ এক বিঘৎ (অর্ধ হাত) পরিমান জামাআত থেকে اَلْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা [3] দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল অর্থাৎ اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ’ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত) নামে দলটি থেকে اَلْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়েবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল) সে তার গর্দান থেকে ইসলামের বন্ধন ছিন্ন করে ফেলল । কিন্তু সে (পূনরায়-মতামত তওবা করে) ফিরে আসলে আসতে পারবে । তবে যে কেহ “জাহিলিয়্যাতের আহবানে আহবান” জানাল সে জাহান্নামের পাথরের (জাহান্নামের ইন্ধনের) অন্তর্ভূক্ত । অতপর, একজন লোক বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ , যদি সে নামাজ পড়ে, রোজা রাখে তবুও, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন, নামাজ পড়লে এবং রোজা রাখলেও (জাহান্নামের সত্তার <জাহান্নামের ইন্ধনের> অন্তর্ভূক্ত) । তাই, তোমরা “আল্লাহর আহবানে আহবান” কর, যিনি তোমাদেরকে মুসলিম-মুমিন নামে অভিহিত করেছেন”, সুনানে তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৭৬৩) ।

পঞ্চম হাদিস শরীফ খানা এই --

عَنِ الحَارِثِ الْأَشْعَرِي قَال : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ " ألا أَنَا آَمُرُكُمْ بِخَمْسٍ كَلِمَاتٍ أَمَرَنِىْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِنَّ ؟ الْجَمَاعَةُ ،و السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ وَ الْهِجْرَةُ والْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ الله ، فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ رَأْسِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ وَمَنْ دَّعَا بِدَعْوَى اتلْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَاءِ جَهَنَّمَ " قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلُ ا للهِ وَإِنْ صَامَ وصَلَّى ؟ قَالَ " وَإِنْ صَامَ وصَلَّى، ادْعُوا بِدَعَوَى اللهِ الَّذِى سَمَّا كُمْ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عِبَا د اللهِ ""(3353)) في المعجم الكبير للطبراني
(অর্থঃ-হারিছুল আশআ’রী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত ,তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : সাবধান ! আমি কি তোমাদেরকে পাঁচটি বাণী (বিষয়ের) আদেশ করব না যে গুলোর বিষয়ে আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা আমাকে আদেশ দিয়েছেন? ১. আল জামাআ’ত তথা এক দল বদ্ধ হয়ে থাকতে اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ’ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলটির অন্তর্ভূক্ত হয়ে থাকতে) , ২. শুনা (শুনতে) ৩.আনূগত্য করা (মানতে) ৪. হিজরত করা (হিজরত করতে) ৫. আল্লাহর পথে জিহাদ করা (জিহাদ করতে). । অতএব, যে হ এক বিঘৎ (অর্ধ হাত) পরিমান কেহ اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ’ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত)নামে দল থেকে বাহির হয়ে গেল সে তার গর্দান থেকে ইসলামের বন্ধন ছিন্ন করে ফেলল । কিন্তু সে (পূনরায়-মতামত তওবা করে) ফিরে আসলে আসতে পারবে । তবে যে কেহ “জাহিলিয়্যাতের আহবানে আহবান” জানাল সে জাহান্নামের সত্ত্বার (জাহান্নামের অধিবাসীর) অন্তভ©~ক্ত । অতপর, একজন লোক বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ , যদি সে রোজা রাখে এবং, নামাজ পড়ে তবুও,

[3] >> **ইসলামের নামে বা ইসলাম ধর্মের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে ((মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমনকি উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান দল-উপদলগুলোর মত যে কোন নামে))**

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন, রোজা রাখলে এবং নামাজ পড়লে ও (জাহান্নামের পাথরের <জাহান্নামের ইন্ধনের> অন্তর্ভূক্ত) ।তাই, তোমরা “আল্লাহর আহবানে আহবান” কর, যিনি তোমাদেরকে মুসলিম-মুমিন নামে অভিহিত করেছেন । আল-মু’জামুল কাবির,তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৩৫৩ ।

ষষ্ঠ হাদিস শরীফ খানা এই

عَنِ الحَارِثِ الْأَشْعِرِي قَال : فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ " ألا أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ أَمَرَنِيْ اللهُ بِهِنَّ ؟ بِالْجَمَاعَةُ ،و السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ وَ الْهِجْرَةُ والْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ الله ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْجِع، وَمَنْ دَّعَا بِدَعْوَى اتلْجَاهِلِيَّةِ فَهُو مِنْ جُثَاءِ جَهَنَّمَ " قَالوا : يَا رَسُوْلُ ا للهِ ، وَإِنْ صَامَ وصَلَّى ؟ قَالَ : " وَإِنْ صَامَ و إِن صَلَّى، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ ، فَادْعُوا الْمُسْلِمِيْنَ بِأَسْمَاءِهِمْ ،بِمَا سَمَّا هُمْ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْمُسْلِمِيْنَ المُؤْمِنِيْنَ عِبَا د اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ - " (17443 ، 18079) (في مُسْنَدِ أَحْمَدَ

(অর্থঃ-হারিছুল আশআ’রী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করব যে গুলোর বিষয়ে আল্লাহ আমাকে আদেশ দিয়েছেন? ১. আল -জামাআ'ত তথা এক দল বদ্ধ হয়ে থাকতে অর্থাৎ“ الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ’ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত) নামে দলটির অন্তর্ভূক্ত হয়ে থাকতে” , ২. শুনা (শুনতে) ৩.আনূগত্য করা (মানতে) ৪. হিজরত করা (হিজরত করতে) ৫. আল্লাহর পথে জিহাদ করা (জিহাদ করতে). । অতএব, যে হ এক বিঘৎ (অর্ধ হাত) পরিমান কেহ الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ’ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত)নামে দলথেকে বাহির হয়ে গেল সে তার গর্দান থেকে ইসলামের বন্ধন ছিন্ন করে ফেলল । কিন্তু সে(পূনরায়-মতামত তওবা করে) ফিরে আসলে আসতে পারবে । তবে যে কেহ “জাহিলিয়্যাতের আহবানে আহবান” জানাল সে জাহান্নামের সম্ভার (জাহান্নামের অধিবাসীর) অন্তর্ভূক্ত । অতপর, তাঁরা বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ , যদি সে রোজা রাখে এবং, নামাজ পড়ে ।আর সে ধারণা করে যে, সে মুসলিম, অতএব, তোমরা মুসলমানদের কে তাদের নামে আহবান কর, ।তাই, তোমরা “মুসলমানদেরকে তাঁদের নামে আহবান কর , যিনি তোমাদেরকে মুসলিম-মুমিন নামে অভিহিত করেছেন, হে আল্লাহর বান্দারা”, মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৮০৭৯ ।

উপরোক্ত(চতুর্থ হাদিস শরীফ , পঞ্চম হাদিস শরীফ ,ছষ্ঠ হাদিস শরীফ)হাদিস শরীফত্রয়ে এ কথা বুঝা গেল যে, কোন মুসলিম الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ’ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত) নামে দলটি থেকে الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে সেই মুসলিমটি মুসলিম থাকবে না যদিও সে নামাজ পড়ে, রোজা রাখে এবং সে ধারণা করে যে মুসলিম, তার নামাজ-রোজা কবুল হবে না ও সে দোযখী হবে ।তবে এ বিষয়টি সামান্য একটু প্রচ্ছন্ন রয়ে গেছে বলে কারো মনে আসতে পারে । তাই এখানে আরো একটি হাদিস শরীফ (সপ্তম হাদিস শরীফ) নিম্নে উল্লেখ করা হল যা অধ্যয়ন করলে স্পষ্টতই বুঝা যাবে যে, কোন মুসলিম الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ’ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত)নামে দলটি থেকে الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে সেই মুসলিমটি দোযখী হবে ও তার নামাজ-রোজা কবুল হবে না ।

সপ্তম হাদিস শরীফ খানা এই -

عَنْ أَبِيْ
مَالِك الأَشْعَرِيِّ ، أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِىْ أَنْ آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ كَلِمَاتٍ :عَلَيْكُمْ بَالْجِهَادِ و السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ وَ الْهِجْرَةُ و الْجَمَاعَةِ، فَمَنْ مِنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ قَوسٍ لَمْ تُقْبَلْ صَلاَةٌ و لا صِيَامٌ ، وَ أُولَئِكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ ـ" "(3390)) في المعجم الكبير للطبراني

(অর্থঃ- আবি মালিকিল আশআ'রী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: নিশ্চয় আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা তোমাদেরকে পাঁচটি বাণী (বিষয়) আদেশ করতে আমাকে নির্দেশ করেছেন ।তোমাদেরকে ১. জিহাদ করতে, ২.শুনতে ৩. আনুগত্য করতে ৪. হিজরত করতে ৫. যারা ধনুক পরিমান الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল থেকে الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা [4] দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাদের নামাজ-রোজা কবুল হবে না এবং তারা দোযখের ইন্ধন, আল-মু'জামুল কাবির,তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৩৯০ ।

উপরোক্ত (চতুর্থ হাদি শরীফ,পঞ্চম হাদিস শরীফ ,ষষ্ঠ হাদিস শরীফ) হাদিস শরীফত্রয়ে " جُثَاءِ جَهَنَّمَ " এবং অত্র সপ্তম হাদিস শরীফখানাতে "وَقُوْدُ النَّارِ" শব্দ এসেছে। উভয় শব্দের মধ্যে শাব্দিক পার্থক্য হলেও কিন্তু অর্থ ও ভাব একই । যাহোক, এখনই বর্ণিত সপ্তম হাদিস শরীফখানাতে এ কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, যে কেহ الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তাদের নামাজ-রোজা মহান আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না এবং তারা দোযখের ইন্ধন হবে ।

উপরোক্ত হাদিস শরীফগুলোতে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ হয়ে থাকার এবং الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে বিরত থাকার প্রতি এত গুরত্ব দেওয়া হল কেন আর الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলথেকে الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে নামাজ-রোজা কবুল হবে না কেন ?

এর উত্তর এই যে, উপরে বর্ণিত ১,২,৩ নং হাদিস শরীফ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ হয়ে থাকা হচ্ছে "تَقْوَى اللهِ" (তাকওয়াল্লাহি) বা আল্লাহভীতি আর الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা হচ্ছে ضَلاَلَةِ তথা ভ্রষ্টতা ।অতএব, কেহ الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ হয়ে না থাকলে বুঝতে হবে যে, তার মধ্যে "تَقْوَى اللهِ" (তাকওয়াল্লাহি)বা আল্লাহভীতি নাই আর الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে বুঝতে হবে যে, সে ضَلاَلَةِ তথা ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত আছে । কাজেই , যে কেহ ضَلاَلَةِ তথা ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত আছে তার নামাজ, রোজা কবুল না হওয়া একেবারেই নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার ।কারণ, যে কেহ ضَلاَلَةِ

[4] >>**ইসলামের নামে বা ইসলাম ধর্মের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে** **((মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান দল-উপদলগুলোর মত যে কোন নামে))**<<

তথা ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত আছে সে তো " ضَالٌّ " তথা (পথ) ভ্রষ্ট । ضَالٌّ "তথা (পথ) ভ্রষ্ট ব্যাক্তি দোযখী । যেমন অত্র অধ্যায়ে নিম্নে বর্ণিত আসন্ন অষ্টম হাদিস শরীফখানাতে আমদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর কোন এক সাহাবীকে (রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন- -

অষ্টম হাদিস শরীফ খানা এই-

عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ و الْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكَ وَالْفُرْقَةَ فإِنَّ هِيَ الضَلاَلٌ وَ إِنَّ اللهَ عَزَّ و جَلَّ لَمْ يَكُنْ لِيَجْمَعَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى ضَلاَلَةٍ" "(14090) (في المعجم الكبير للطبراني .
অর্থঃ-তোমাকে আল্লাহভীতি ও "الْجَمَاعَةُ" (আল-জামাআ'ত)দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে এবংالْفُرْقَةَ (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা অবস্থা থেকে বিরত থাকতে হবে । আর নিশ্চয়ই আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতকে "ضَلاَلَةٍ তথা (পথ) ভ্রষ্টতার উপর একত্রিত করবেন না । আল-মু'জামুল কাবির,তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪০৯০ ।
উপরোক্ত হাদিস শরীফত্রয়ের ভাষ্য থেকে এ কথা বুঝ গেল যে, যে কেহ الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে الْفُرْقَةَ (ফুরকাত) তথা(দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে) বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের দিকে, নিজ কর্তৃক গঠিত দলের দিকে, নিজ গোত্র বা বংশের দিকে আহবান করলেই নামাজ, রোজা পড়া সত্বেও সে ইসলাম থেকে বহিস্কার হয়ে যাবে,পথ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে এবং জাহান্নামের সত্তা বা অধিবাসীর (জাহান্নামের ইন্ধনের) অন্তভ©~ক্ত হয়ে যাবে মর্মে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কঠোর সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন । কারণ, উপরোক্ত হাদিস শরীফগুলোর ভাষ্য অনুযায়ী যে কেহ الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে الْفُرْقَةَ (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে হউক অথবা الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির অন্তর্ভূক্ত আছেন বা সমর্থন করছেন মর্মে দাবীকারী হয়ে হউক নিজের দিকে, নিজ কর্তৃক গঠিত তার নিজস্ব দলের দিকে, নিজ গোত্র বা বংশের দিকে আহবান করবেন তবে তাঁর এ আহবান হচ্ছে "জাহিলিয়্যাতের আহবানে আহবান" এবং "কুফুরীর নিদর্শন"।

অতএব, যে কেহ জাহিলিয়্যাতের আহবানে আহবান করবে তখন নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হবে যে, সে "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ এবং তার মৃত্যু "জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু হবে । নিম্নে বর্ণিত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার একটি দীর্ঘ হাদিস শরীফের বাণীর একটি খন্ড অংশ হচ্ছে এর প্রমাণ ।

হাদিস শরীফ খানা হচ্ছে এই--

عَنْ اِبْنُ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ مَاتَ وَهُوَ مُفَارِقُ الْجَمَاعَةِ فَإِنَّهُ يَمُوْتُ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً - مُسْنَدُ أَحْمَدَ (6534)
অর্থঃ-হযরত ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি : যে কেহই কেহ الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামিদল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যু বরণ করবে সে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যুতে মৃত্যু বরণ করবে । মুসনাদু আহমদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৫৩৪।

আমাদেরকে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, যে কোন মুসলিম মানুষই الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির পরিবর্তে ইসলামের গুণাবলীর সাথে সম্পর্কিত এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করে বিভিন্ন দল-উপদল গঠন করছে বা করবে তারা " أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ"(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম বা নিকৃষ্ট মুসলিম আলিম ।

অতএব, মুমিন-মুসলিম মাত্রেই যিনি ইসলাম ধর্মের উপর আছেন মর্মে দাবী করেন তাকে উপরোক্ত হাদিস শরীফগুলোর ভাষ্য অনুযায়ী অবশ্যই তার কর্তৃক গঠিত তার নিজস্ব দলের নাম তাঁকে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলনাম ধারণ করতে হবে বা দিতে হবে । উপরোক্ত হাদিস শরীফগুলোর ভাষ্য অনুযায়ী এটা হচ্ছে "আল্লাহর আহবানে আহবান" এবং " দৃঢ় ঈমানের লক্ষণ "।

অতএব, যে কেহ "আল্লাহর আহবানে আহবান করবে করবে তখন নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হবে যে, সে " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর"অন্তর্ভূক্ত সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম মানুষ।

আমাদেরকে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, যে কোন মুসলিম মানুষই الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি করে , মানে তাঁরা " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম বা উৎকৃষ্ট মুসলিম আলিম ।

এটা এ জন্য যে, যাতে তার কর্তৃক গঠিত দলের নামের ব্যবহারের কারণে যেন ইসলাম ধর্মের সার্বজনীন পরিচয় ব্যাতিত তাঁর নিজের ব্যাক্তিগত সম্মাণ-মর্যাদার প্রতীকী পরিচয় , নিজ দল, গোত্র ও বংশের সম্মাণ-মর্যাদার প্রতীকী পরিচয় ফুটে না উঠে । তবে হাঁ, তাঁর উত্তম কৃতকর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ অন্য কোন মৃমিন-মুসলিমের দেয়া "অহংকার-গর্ব বিবর্জিত কোন সম্মাণ-পদমর্যাদা বা পদবী" মহান আল্লাহ তাআ'লার শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে তিনি তা অধিক নম্রতা-ভদ্রতা ও বিনয়ের সাথে গ্রহণ বা ব্যবহার করতে পারেন।

অতএব, মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত একমাত্র একটি বেহেস্তী দল الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির অনুসারীরা হচ্ছেন সাহাবীদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা সর্বোৎকৃষ্ট মুমিন-মুসলিমগণ অথবা তাঁরা হচ্ছেন " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায় , মতামত, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী সর্বোৎকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম ও সর্বোৎকৃষ্ট আলিম মুসলিম।

তাদের চিহ্ন ও লক্ষণ হচ্ছে , তারা ধর্মের কোন বিষয় নিয়ে তর্কস্থলে اَلْاِخْتِلَافُ তথা মতপার্থক্যের বেলায় " تَعَصُّبٌ" তথা গোঁরামী করবেনা বা اَلتَّنَازُعُ তথা মতবিরোধে জড়িত হবে না এবং তাদের প্রতিপক্ষ মুসলিম ভাই-বোনকে গালাগালি করবে না, মারামারি করবে না, হত্যাও করবে না। কারণ, তাঁরা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিম্ন বর্ণিত হাদিস শরীফ খানা জানে ও সে অনূযায়ী আমলও করে।

হাদিস শরীফ খানা হচ্ছে- ----"سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ"
(অর্থঃ- "মুসলিম মানুষকে গালি দেয়া ফুসুকি তথা পাপ কর্ম আর তাকে হত্যা করা কুফুরী কর্ম", নাসাই শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪১০৫)।
আর মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিম তথা সংকরজাতীয় (مُهَجَّنٌ) মুসলিমগণ থেকে আসা ৭২ (বায়াত্তুর) দল অথবা "أَرْذَلُ الْفُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমগণ থেকে আসা ৭২ (বায়াত্তুর) দল সর্বদা একমাত্র এই একটি বেহেস্তী দলটির اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির আকিদা-বিশ্বাস,আমল-আখলাখ, আচার-আচরনের বিরুদ্ধে থাকবে। কিন্তু একমাত্র এই একটি বেহেস্তী দলটিই হচ্ছে মূলত বড় দল। একমাত্র এই একটি বেহেস্তী বড় দল ছাড়া যে কোন ইসলামি নামে গঠিত সব দলই দোযখে প্রবেশকারী ছোট ছোট দল-উপদল হিসেবে খ্যাত । কেননা, আল্লাহ তাআ'লা ছোট ছোট দলে-উপদলে বিভক্ত হতে নিষেধ করেছেন। যেমন - মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ " وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَ لاَ تَفَرَّقُوْا " (অর্থঃ- "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে এক দলবদ্ধ হয়ে আঁকড়ে ধর এবং দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না", সুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩)। আল্লাহর রজ্জু বলতে এখানে ইসলামকে বুঝানো হয়েছে।

এতদসত্ত্বেও মহান আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত নির্দেশটি>>("وَ لاَ تَفَرَّقُوْا " অর্থঃ- "এবং দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না", সুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩<<"দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না" নির্দেশটি) উপেক্ষা করে ইসলাম ধর্মের অনূসারী "أَرْذَلُ الْفُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ অথবা মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিম তথা সংকরজাতীয় (مُهَجَّنٌ) মুসলিমগণ অথবা اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি থেকে اَلْفُرْقَةُ (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে اَلتَّنَازُعُ তথা মতবিরোধে জড়িত হওয়ার কারণে "تَعَصُّبٌ " তথা গোঁরামী বশতঃ আর সাহাবীদের প্রজন্মের মাধ্যমে আসা "أَرْذَلُ الْفُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর "অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমের সন্তানদের কতক মুসলিম বা মুসলিম উলামাকেরামগণও اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির অন্তর্ভূক্ত থেকেই اَلْفُرْقَةُ (ফুরকাত) তথা [5] বিচ্ছিন্ন না হয়েও اَلْاِخْتِلَافُ তথা মতপার্থক্যজনিত কারণে অজ্ঞানতা বশতঃ পবিত্র কুরআন এবং হাদিস শরীফের নির্দেশিত এ তিক্ত সত্যটি ("দল-উপদলে বিভক্ত হওয়া নিষিদ্ধ " এ তিক্ত সত্যটি) বুঝতে ব্যর্থ ও অক্ষম হয়ে ইসলামের নামে বা ইসলাম ধর্মের নামে এমনকি পবিত্র

[5] **>>ইসলামের নামে বা ইসলাম ধর্মের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে ((মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমনকি উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান দল-উপদলগুলোর মত যে কোন নামে))<<**

কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে বিভিন্ন নাম ধারণ করে বিভিন্ন দল-উপদল সৃষ্টি করে চলছেন।

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " ثَلاَثَةٌ لاَ تَسْأَلْ عَنْهُمْ : رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ ،وَعَصَى إِمَامَهُ ،وَمَا تَ عَاصِيًا ، وَ أَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبَقَ مِنْ سِيِّدِهِ فَمَاتَ ، وَامْرَأَةٌ غَابَ عِنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بِعْدَهُ ،فَلاَ تَسْأَلْ عَنْهُمْ " - المعجم الكبير - الجزأ الثَّامِن - (15184)

আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফগুলোর মাধ্যমে তিনি তাঁর প্রিয় উম্মতকে কঠোরভাবে সতর্ক করার পর তিরমিজি ও তাবারানী শরীফের দীর্ঘ হাদিস শরীফের দুটি খন্ড অংশে দয়া-মায়ার দৃষ্টিতে শেষভারের মত তাদেরকে জান্নাতের দিকে আহবান জানিয়ে বলেন -

(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ: أَيُّهَاالنَّاسُ-مسند أحمد، 23615) (١) عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ-اَلْمُعْجَمُ الْكَبِيْرُ-6483)

(অর্থঃ-(১)(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: " হে, মানুষেরা" (মুসনাদু অহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৩৬১৫ এ অতিরিক্ত আছে) "তোমাদেরকে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটিকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে আর الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা [6] দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে", আল-মু'জামুল কাবীর শরীফ (তাবারানী শরীফ), হাদিস শরীফ নং-৬৪৮৩।

(২) فَمَنْ أَرَادَ بُحْبُوْحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ (২) অর্থঃ- অতএব, যে জান্নাতের সুখ-সাচ্ছন্দ চাহে সে الْجَمَاعَةُ(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির সাথে লেগে থাকুক। তিরমিজি, হাদিস শরীফ নং-২১৬৫, ।

জ্ঞাণী মাত্রেই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার দয়া-মায়ার দৃষ্টিতে শেষবারের মত জান্নাতের দিকে আহবানের প্রতি নিজেকে মহা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য সাড়া দেওয়া উচিৎ ।

[6] >> **ইসলামের নামে বা ইসলাম ধর্মের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে ((মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমনকি উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান দল-উপদলগুলোর মত যে কোন নামে))<<**